বিভাগ ক

রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর

প্রতিটি প্রশ্নের মান - 10

প্রশ্ন 1 ভারতের রাষ্ট্রপতির নির্বাচন পদ্ধতি আলোচনা করো।

উত্তর

ভারতের রাষ্ট্রপতির নির্বাচন পদ্ধতি

সংবিধানের 54 নং ধারায় বলা হয়েছে যে, ভারতের রাষ্ট্রপতি একটি নির্বাচকমণ্ডলী (electoral college) দ্বারা নির্বাচিত হবেন। এই নির্বাচকমণ্ডলী যাদের নিয়ে গঠিত হবে তাঁরা হলেন—

[1] পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের নির্বাচিত সদস্যগণ (the electred members of both House of Parliament)।

[2] অঙ্গরাজ্যগুলির বিধানসভার নির্বাচিত সদস্যগণ (the elected members of the Legislative Assemblies of the states)।

রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সময় দুটি নীতি মানতে হয়। যথা—প্রথমত, যাতে অঙ্গরাজ্যগুলির প্রতিনিধিত্বের হার সমান হয় এবং দ্বিতীয়ত, অঙ্গরাজ্যের বিধানসভাগুলি কর্তৃক প্রদত্ত ভোটসংখ্যা এবং পার্লামেন্টের ভোটসংখ্যার মধ্যে যেন সমতা বজায় থাকে। ভারতে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের পদ্ধতিকে বলে 'একক হস্তান্তরযোগ্য ভোট দ্বারা সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের' পদ্ধতি। কতকগুলি পর্যায়ের মাধ্যমে এই পদ্ধতিটি কার্যকর হয় এবং রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন।

প্রথম পর্যায়

প্রথম পর্যায়ে প্রতিটি অঙ্গরাজ্যের বিধানসভার নির্বাচিত সদস্যদের অর্থাৎ MLA -দের ভোটসংখ্যা নির্ধারণ করা হয়। প্রত্যেক সদস্য একটিই ভোট দিতে পারে। কিন্তু ভোটের মূল্য প্রতিটি অঙ্গরাজ্যের সদস্যদের এক নাও হতে পারে। ভোটের মূল্য নির্ণয়েরও একটি পদ্ধতি এখানে অনুসরণ করা হয়। যে অঙ্গরাজ্যের ভোট মূল্য নির্ধারণ করা হবে সেই অঙ্গরাজ্যের মোট জনসংখ্যাকে ওই রাজ্যের বিধানসভায় নির্বাচিত সদস্যসংখ্যা দিয়ে ভাগ করতে হবে। যে ভাগফল পাওয়া যাবে তাকে আবার 1000 দিয়ে ভাগ করতে হবে। এই দ্বিতীয় বার ভাগ করে যে ভাগফল পাওয়া যাবে তাই সংশ্লিষ্ট রাজ্যের বিধানসভার একজন নির্বাচিত সদস্যের ভোটসংখ্যা। কিন্তু দ্বিতীয় বার ভাগ করার পর যদি ভাগশেষ 500 বা তার বেশি হয় তাহলে ভাগফলের সঙ্গে 1 যোগ করে ভোট সংখ্যাটি নির্ণয় করা হবে।

দ্বিতীয় পর্যায়

নির্বাচনের দ্বিতীয় পর্যায়ে সংসদের উভয় কক্ষের নির্বাচিত সদস্যদের যে ভোটসংখ্যা নির্ণয় করা হয় তার পদ্ধতি হল—সকল অঙ্গরাজ্যের বিধানসভাগুলির নির্বাচিত সদস্যরা সর্বমোট যত ভোট দেবেন, সংসদের দুটি কক্ষের নির্বাচিত সদস্যদের ঠিক সমরূপ অর্থাৎ একই সংখ্যক ভোট থাকবে। তাই সমরূপ ভোট সংখ্যা আনার জন্য সংসদের দুটি কক্ষের নির্বাচিত মোট সদস্যসংখ্যা দিয়ে বিধানসভাগুলির সদস্যদের থেকে পাওয়া মোট ভোটসংখ্যাকে ভাগ করতে হবে। এক্ষেত্রে পাওয়া ভাগফলটি যা হবে, তা হবে সংসদে নির্বাচিত একজন প্রতিনিধির বা সদস্যের ভোটসংখ্যা। উল্লেখযোগ্য যে, প্রথম পর্যায়ের মতো এখানেও ভাজক সংখ্যা দিয়ে বিধানসভাগুলির সদস্যদের থেকে পাওয়া মোট ভোটসংখ্যাকে ভাগ করার পর ভাগশেষ যদি ভাজক সংখ্যার অর্ধেক থেকে যায় অথবা অর্ধেকের বেশি থাকে তাহলে ভাগফলের সঙ্গে অতিরিক্ত 1 যোগ করতে হবে।

কিন্তু ভাগশেষ ভাজক সংখ্যার অর্ধেকের কম হলে ভাগফলের সঙ্গে অতিরিক্ত 1 যোগ করতে হবে না।

সংসদের প্রতিটি নির্বাচিত সদস্যের ভোট মূল্য = $\frac{\text{রাজ্য বিধানসভাগুলির সদস্যদের মোট ভোটসংখ্যা}}{\text{সংসদের উভয় কক্ষের নির্বাচিত সদস্যদের মোট সংখ্যা}}$

তৃতীয় পর্যায়

তৃতীয় পর্যায়ে চলে ভোটগ্রহণের কাজ। ভোটগ্রহণের সময় সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের নিয়ম এবং গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ভোট গ্রহণের পদ্ধতিটি মেনে চলা হয়। সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের নিয়মানুসারে যতসংখ্যক প্রার্থী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী থাকেন তাদের প্রত্যেককে, প্রতিটি ভোটদাতা তাঁর নিজ পছন্দ (preference) জানাতে পারেন। ভোটদাতা এই পছন্দ জানাবেন ব্যালটে প্রতিদ্বন্দ্বীদের যে নামের তালিকা দেওয়া থাকে তার পাশে 1, 2, 3, 4 প্রভৃতি সংখ্যা লিখে। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যে, ভোটদাতাকে প্রার্থীদের নামের পাশে 'প্রথম পছন্দ' জানাতেই হবে। প্রথম পছন্দটি না জানালে ওই ভোটপত্র বা ব্যালটটি অবৈধ বলে ধরা হবে এবং সেটি বাতিল করা হবে। 'প্রথম পছন্দ' জানানো ব্যালটকে বলা হয় বৈধ ভোট।

চতুর্থ পর্যায়

এই পর্যায়ে বৈধ ভোটগুলিকে গণনা করা হয়। অর্থাৎ প্রথম পছন্দ জানানো ভোটগুলি গণনা করা হয়। প্রথম পছন্দের বৈধ ভোটগুলিকে যোগ করে, যোগফলকে যদি 2 দিয়ে ভাগ করা হয় তাহলে যে ভাগফল পাওয়া যাবে তার সঙ্গে 1 যোগ করলে যে সংখ্যাটি পাওয়া যাবে তাকে বলা হয় কোটা। অর্থাৎ, কোটা $= \frac{\text{মোট বৈধ ভোটসংখ্যা}}{2} + 1$। তিনিই রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত বলে ঘোষিত হবেন, যিনি এই 'কোটা' সংখ্যক ভোট পাবেন।

পঞ্চম পর্যায়

এই পর্যায়ে দেখা হয় 'কোটা' সংখ্যক ভোট কে পেয়েছেন। এক্ষেত্রে প্রথম বারের গণনায় কোনো প্রার্থীই যদি কোটা সংখ্যক প্রথম পছন্দের ভোট লাভে ব্যর্থ হন তাহলে সবথেকে কমসংখ্যক প্রথম পছন্দের ভোট যিনি পেয়েছেন তিনি নির্বাচন থেকে বাতিল হয়ে যান এবং তাঁর ব্যালট পত্রগুলিকে দ্বিতীয় পছন্দ অনুসারে বাকি অন্যান্য প্রার্থীদের মধ্যে হস্তান্তরিত করা হয়। এইভাবে হস্তান্তর চলতে থাকবে ততক্ষণ, যতক্ষণ পর্যন্ত কোটা সংখ্যক পছন্দপ্রাপ্ত প্রার্থী নির্বাচিত না হচ্ছেন। তবে উল্লেখযোগ্য যে, যদি দুই বা তার বেশি প্রার্থী সমানসংখ্যক ভোট পেয়ে সর্বনিম্ন স্থানে অবস্থান করেন, তাহলে সেক্ষেত্রে লটারির দ্বারা স্থির করা হয় মনোনীত ব্যক্তিকে।

মূল্যায়ন: প্রথমত, ভারতে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে পরোক্ষ পদ্ধতি নেওয়া হয়। এক্ষেত্রে অনেকে মন্তব্য করেছেন যে, ভারতের মতো জনবহুল ও বিশাল দেশে রাষ্ট্রপতির মতো একজন আনুষ্ঠানিক প্রধানকে নির্বাচিত করতে প্রত্যক্ষ ভোটের আশ্রয় নিলে বিপুল সংখ্যক অর্থ ব্যয় হবে। দ্বিতীয়ত, ভারতের রাষ্ট্রপতি হলেন নিয়মতান্ত্রিক শাসক এবং প্রধানমন্ত্রী প্রকৃত শাসক। প্রকৃত ও নিয়মতান্ত্রিক উভয় শাসকই যদি প্রত্যক্ষ ভোট দ্বারা নির্বাচিত হন তাহলে উভয় পদের মধ্যে বিরোধ অবশ্যম্ভাবী। তৃতীয়ত, কোনো কোনো সমালোচক রাষ্ট্রপতি নির্বাচন পদ্ধতিকে 'অতিমাত্রায় জটিল' বলে উল্লেখ করেছেন। চতুর্থত, কেউ কেউ মনে করেন যে, রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে সংকীর্ণ দলীয় এবং গোষ্ঠী স্বার্থ প্রাধান্য পেয়েছে, যার ফলে পদটির মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

প্রশ্ন 2 ভারতের রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা, কার্যাবলি এবং পদমর্যাদা আলোচনা করো।

উত্তর

ভারতে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও কার্যাবলি

ভারতে সংসদীয় শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই শাসনব্যবস্থায় নিয়মতান্ত্রিক শাসক হলেন রাষ্ট্রপতি। সংবিধানের 53(1) নং ধারা অনুসারে দেশের যাবতীয় শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতার অধিকারী হলেন রাষ্ট্রপতি। বাস্তবে নিয়মতান্ত্রিক শাসক হিসেবে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও কার্যাবলিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে আলোচনা করা যায়।

শাসন সংক্রান্ত ক্ষমতা

সংবিধানের 53(1)নং ধারা অনুসারে ভারতের রাষ্ট্রপতির হাতে সকল রকমের শাসন সংক্রান্ত ক্ষমতা ন্যস্ত করা হয়েছে। এই ক্ষমতাগুলি হল—

[1] **নিয়োগ সংক্রান্ত ক্ষমতা:** নিয়োগ সংক্রান্ত ক্ষমতা ভারতের রাষ্ট্রপতির গুরুত্বপূর্ণ শাসন সংক্রান্ত ক্ষমতা। এই ক্ষমতাবলে তিনি যাঁদের নিয়োগ করতে পারেন তাঁরা হলেন—প্রধানমন্ত্রী এবং মন্ত্রীসভার অন্যান্য সদস্যগণ, অ্যাটর্নি জেনারেল, ভারতের কম্পট্রোলর ও অডিটর জেনারেল, সুপ্রিমকোর্ট ও হাইকোর্টের বিচারপতিগণ, বিভিন্ন রাজ্যের রাজ্যপালগণ, কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যকের সদস্যবৃন্দ, নির্বাচন কমিশনারগণ, ভাষা কমিশনের সদস্যবৃন্দ, অর্থ কমিশনের সভাপতি এবং অন্যান্য সদস্যবৃন্দ, ভাষাগত সংখ্যালঘুদের জন্য নিযুক্ত বিশেষ আধিকারিকগণ, তপশিলি জাতি ও তপশিলি উপজাতিদের জন্য একজন বিশেষ আধিকারিক, আন্তঃরাজ্য পরিষদের সদস্যগণ, অনুন্নত শ্রেণি বিষয়ে অবগত হওয়ার জন্য অনুসন্ধান কমিশনের সদস্যগণ প্রমুখ।

[2] **পদচ্যুতি সংক্রান্ত ক্ষমতা:** রাষ্ট্রপতি গুরুত্বপূর্ণ কিছু পদাধিকারীকে পদচ্যুত করতে পারেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন—মন্ত্রীসভার সদস্যগণ, বিভিন্ন রাজ্যে নিযুক্ত রাজ্যপালগণ, অ্যাটর্নি জেনারেল, কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের সভাপতি ও সদস্যগণ, রাজ্য রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের সভাপতি ও সদস্যগণ, সুপ্রিমকোর্ট ও হাইকোর্টের বিচারপতিগণ এবং নির্বাচন কমিশনার প্রমুখ। উল্লেখযোগ্য যে, রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের সদস্যদের পদচ্যুত করার জন্য সুপ্রিমকোর্টের তদন্তের রিপোর্টের প্রয়োজন হয় এবং নির্বাচন কমিশনারকে পদচ্যুত করার জন্য সংসদের সুপারিশের প্রয়োজন হয়।

[3] **সামরিক সংক্রান্ত ক্ষমতা:** ভারতের রাষ্ট্রপতি স্থল, নৌ ও বিমানবাহিনীর প্রধানদের নিয়োগ করেন। এক্ষেত্রে তিনি জাতীয় প্রতিরক্ষা কমিটির প্রধান হিসেবে কাজ করেন। তিনি সংসদ বা পার্লামেন্টের অনুমোদন সাপেক্ষে যুদ্ধ ঘোষণা ও শান্তি স্থাপন করতে পারেন।

[4] **দায়িত্ব সংক্রান্ত ক্ষমতা:** রাষ্ট্রপতির নামে ভারতের কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি শাসিত হয়। রাষ্ট্রপতি প্রতিটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের শাসনকার্যের জন্য একজন করে প্রশাসক নিয়োগ করতে পারেন।

[5] **পররাষ্ট্র সংক্রান্ত কাজ:** ভারতের রাষ্ট্রপতির পররাষ্ট্র সংক্রান্ত কাজটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তিনি দেশের প্রধান প্রতিনিধি। তা ছাড়া তিনি যেমন বিদেশ থেকে আসা কূটনীতিকদের গ্রহণ করেন তেমনই ভারতের রাষ্ট্রদূতদেরও তিনি বিদেশে পাঠান। উল্লেখযোগ্য যে, রাষ্ট্রপতি বিদেশের সঙ্গে যেসব চুক্তি স্থাপন করেন তা সংসদের অনুমোদনসাপেক্ষ হতে হয়।

আইন সংক্রান্ত ক্ষমতা

ভারতের পার্লামেন্টের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে রাষ্ট্রপতি আইন সংক্রান্ত ক্ষেত্রেও কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা ভোগ করেন। আইন সংক্রান্ত ক্ষেত্রে এই ক্ষমতাগুলি হল—

[1] **অধিবেশন সংক্রান্ত ক্ষমতা:** ভারতের রাষ্ট্রপতি লোকসভা ও রাজসভার অধিবেশন আহ্বান করতে পারেন এবং অধিবেশন স্থগিত রাখতে পারেন। আবার কার্যকাল শেষ হওয়ার আগে তিনি লোকসভা ভেঙে দিতেও পারেন।

[2] **সদস্য মনোনয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতা:** রাষ্ট্রপতি রাজ্যসভায় 12 জন এবং লোকসভায় 2 জন সদস্য মনোনয়ন করতে পারেন।

[3] **ভাষণ দান ও বার্তা প্রদান সংক্রান্ত ক্ষমতা:** সংবিধানের 86(1)নং ধারা অনুসারে রাষ্ট্রপতি সংসদের যে-কোনো কক্ষে অথবা উভয় কক্ষের যৌথ অধিবেশনে ভাষণ দেন। তা ছাড়া তিনি সংসদের যে-কোনো কক্ষে আলোচনারত কোনো বিলের ব্যাপারে বার্তা পাঠাতে পারেন। প্রত্যেক সাধারণ নির্বাচনের পর তিনি লোকসভার অধিবেশনের শুরুতে উদ্‌বোধনী ভাষণ দেন।

[4] **যৌথ অধিবেশন সংক্রান্ত ক্ষমতা:** সংসদের উভয় কক্ষে অর্থাৎ রাজ্যসভা ও লোকসভার মধ্যে যদি কোনো কারণে মতবিরোধ বাধে তাহলে সেই মতবিরোধের নিষ্পত্তির জন্য রাষ্ট্রপতি যৌথ অধিবেশন আহ্বান করতে পারেন।

[5] **বিলে সম্মতিদান সংক্রান্ত ক্ষমতা:** কোনো বিল আইনে পরিণত হওয়ার জন্য রাষ্ট্রপতির সম্মতি প্রয়োজন হয়। প্রতিটি বিল সংসদের উভয় কক্ষ কর্তৃক গৃহীত হওয়ার পর তা রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠানো হয় তাঁর সম্মতি লাভের জন্য। অর্থ বিল ছাড়া সাধারণ বিলের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি পুনরায় বিবেচনার জন্য পাঠাতে পারেন। কিন্তু সংসদ দ্বারা যদি দ্বিতীয় বার ওই বিলটি গৃহীত হয় তাহলে রাষ্ট্রপতি সংশ্লিষ্ট বিলটিতে সম্মতি জানাতে বাধ্য। তিনি অর্থ বিল পুনরায় বিবেচনার জন্য সংসদের সংশ্লিষ্ট কক্ষে পাঠাতে পারে না। আবার বিলটি সংবিধান সংশোধন সংক্রান্ত হলে তিনি তাতে সম্মতি জানাতে বাধ্য থাকেন।

[6] **ভেটো সংক্রান্ত ক্ষমতা:** যে ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি বিল বাতিল করতে পারেন তাকে বলে ভেটো ক্ষমতা। রাষ্ট্রপতি তিন ধরনের ভেটো ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেন। যথা—[a] পূর্ণাঙ্গ ভেটো, [b] সম্মতিমূলক ভেটো এবং [c] পকেট ভেটো।

[7] **জরুরি আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতা:** সংসদের অধিবেশন বন্ধ থাকলে রাষ্ট্রপতি জরুরি আইন বা Ordinance জারি করতে পারেন। রাষ্ট্রপতি কেবল সেইসব বিষয়ে ওপর ordinance জারি করতে পারেন, সংসদ যে বিষয়সমূহকে আইনে পরিণত করতে পারেন বা যে বিষয়ে আইন প্রণয়ন করতে পারেন। তবে সংসদের অধিবেশন শুরু হলে এই ordinance 45 দিনের মধ্যে অনুমোদিত হতে হবে, নতুবা ordinance বাতিল হয়ে যাবে।

অর্থ সংক্রান্ত ক্ষমতা

সংবিধান অনুসারে রাষ্ট্রপতি সংসদের অর্থ বিষয়ক ক্ষমতার সঙ্গে যুক্ত। রাষ্ট্রপতির এই অর্থ বিষয়ক ক্ষমতাগুলি হল—

[1] **অর্থ বিল পেশ সংক্রান্ত ক্ষমতা:** লোকসভায় অর্থ বিল পেশ করার আগে রাষ্ট্রপতির সম্মতি দরকার হয়। তাঁর সুপারিশ ছাড়া ব্যয়-বরাদ্দের কোনো দাবি সংসদে উত্থাপন করা যায় না।

[2] **অর্থ কমিশন সংক্রান্ত ক্ষমতা:** প্রতি 5 বছর পর রাষ্ট্রপতি রাজস্ব বণ্টনের জন্য একটি অর্থ কমিশন গঠন করতে পারেন এবং এর সুপারিশসমূহ সংসদে পেশ করতে পারেন।

[3] **আকস্মিক ব্যয় সংক্রান্ত ক্ষমতা:** ভারতে আকস্মিক তহবিলের কাজ হল জরুরিকালীন ব্যয় নির্বাহ করা। রাষ্ট্রপতি আকস্মিক ব্যয় নির্বাহের জন্য আকস্মিক তহবিল থেকে অর্থ মঞ্জুর করতে পারেন। তবে এক্ষেত্রে তা সংসদ কর্তৃক অনুমোদিত হতে হয়।

[4] **ঋণ সংক্রান্ত ক্ষমতা:** অর্থ সংক্রান্ত এমন কতগুলি ক্ষেত্র আছে যেখানে রাষ্ট্রপতির সম্মতি প্রয়োজন। যেমন—কর, ঋণ সংক্রান্ত রাজস্ব প্রস্তাব, ঋণ সংক্রান্ত রাজস্ব প্রস্তাব বিষয়ে সংশোধনী প্রভৃতি।

বিচার সংক্রান্ত ক্ষমতা

ভারতের রাষ্ট্রপতি কতকগুলি বিচার বিষয়ক ক্ষমতা ভোগ করেন। যেমন—

[1] **নিয়োগ সংক্রান্ত ক্ষমতা:** সুপ্রিমকোর্ট এবং হাইকোর্টের বিচারপতিগণ রাষ্ট্রপতি দ্বারা নিযুক্ত হন। আবার সংসদের সুপারিশ অনুসারে রাষ্ট্রপতি তাঁদের পদচ্যুতও করতে পারেন।

[2] **দণ্ড হ্রাস সংক্রান্ত ক্ষমতা:** রাষ্ট্রপতি দণ্ড হ্রাস সংক্রান্ত কতকগুলি ক্ষমতা ভোগ করেন। যেমন—ফৌজদারি মামলায় দণ্ডিত ব্যক্তির দণ্ড হ্রাস অথবা দণ্ডিত ব্যক্তিকে ক্ষমা করা অথবা দণ্ডদান স্থগিত রাখা, মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিকে ক্ষমা করা অথবা মৃত্যুদণ্ড রোধ করে অন্য কোনো দণ্ড দেওয়া।

জরুরি অবস্থা সংক্রান্ত ক্ষমতা

সংবিধান অনুসারে রাষ্ট্রপতি তিন ধরনের জরুরি অবস্থা ঘোষণা করতে পারেন। যেমন—

[1] **জাতীয় জরুরি অবস্থা ঘোষণার ক্ষমতা:** ভারতের সংবিধানের 352 নং ধারায় রাষ্ট্রপতির জাতীয় জরুরি অবস্থা ঘোষণার ক্ষমতার কথা বলা হয়েছে। ওই ধারা অনুসারে রাষ্ট্রপতি যদি মনে করেন যে, যুদ্ধ, বহিরাক্রমণ অথবা দেশের মধ্যে সশস্ত্র কোনো বিদ্রোহজনিত কারণে সমগ্র ভারত বা ভারতের কোনো অংশের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়েছে অথবা এরূপ ঘটনার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে, তাহলে তিনি সমগ্র দেশে বা সংশ্লিষ্ট অংশে এরূপ ঘোষণা করতে পারেন। সংসদের উভয় কক্ষ দ্বারা জাতীয় জরুরি অবস্থা একমাসের মধ্যে অনুমোদিত হয়, অনুমোদিত না হলে তা বাতিল হয়ে যাবে।

[2] **শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা ঘোষণার ক্ষমতা:** সংবিধানে 356নং ধারায় রাষ্ট্রপতির রাজ্যের শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা ঘোষণার ক্ষমতার কথা বলা হয়েছে। রাষ্ট্রপতি যদি কোনো রাজ্যের রাজ্যপাল বা অন্য কোনো সূত্র থেকে জানতে পারেন যে, সংশ্লিষ্ট রাজ্যে সংবিধান অনুযায়ী শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হচ্ছে না অথবা ওই রাজ্যে শাসনব্যবস্থা চালানো সম্ভব হচ্ছে না তাহলে তিনি যে জরুরি অবস্থা সংক্রান্ত ঘোষণা জারি করেন, তাকে বলা হয় শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা। প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শমতো তিনি এই ঘোষণা করতে পারেন।

[3] **আর্থিক জরুরি অবস্থা ঘোষণার ক্ষমতা:** সংবিধানের 360নং ধারায় রাষ্ট্রপতির আর্থিক জরুরি অবস্থা ঘোষণার ক্ষমতার কথা বলা হয়েছে। ওই ধারায় বলা হয়েছে যে, সমগ্র ভারত অথবা ভারতের কোনো অংশে আর্থিক স্থায়িত্ব বা সুনাম ক্ষুণ্ণ হওয়ার অবস্থা দেখা দিলে রাষ্ট্রপতি আর্থিক জরুরি অবস্থা জারি করতে পারেন। এই ঘোষণা অবশ্য সংসদের উভয় কক্ষ দ্বারা অনুমোদিত হতে হবে।

অন্যান্য ক্ষমতা

এ ছাড়াও রাষ্ট্রপতি আরও কিছু ক্ষমতা ভোগ করেন। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—[1] কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনে কতজন সদস্য থাকবেন, তাদের কার্যকালের মেয়াদ কী হবে, চাকরির শর্ত কী হবে প্রভৃতি ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি নিয়ম প্রণয়ন করতে পারেন। [2] জনস্বার্থ সম্পর্কিত যদি কোনো প্রশ্ন দেখা দেয় সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি বিষয়টি সুপ্রিমকোর্টের মতামতের জন্য পাঠাতে পারেন।

পদমর্যাদা

ভারতের রাষ্ট্রপতিকে প্রকৃত শাসক বলা যায় কি না তা নিয়ে পরস্পরবিরোধী নানা মত সৃষ্টি হয়েছে। অনেকে মনে করেন যে, ভারতের রাষ্ট্রপতি হলেন আনুষ্ঠানিক বা নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রধান। তাঁরা যুক্তি দেখান যে, ইংল্যান্ডের সংসদীয় ব্যবস্থার অনুকরণে ভারতীয় সংসদীয় কাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে এবং ইংল্যান্ডের নিয়মতান্ত্রিক শাসকের অনুরূপে ভারতেও একজন নিয়মতান্ত্রিক শাসকের পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। তবে রাষ্ট্রপতিই এই নিয়মতান্ত্রিক প্রধান হলেও প্রকৃত শাসন ক্ষমতা ভোগ করেন প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর মন্ত্রীসভা। আবার কেউ কেউ মনে করেন যে, রাষ্ট্রপতিকে নিয়মতান্ত্রিক শাসক হিসেবে ধরা যায় না। কারণ হিসেবে তাঁরা বলেন যে রাষ্ট্রপতিই প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীদের নিয়োগ করেন এবং পদচ্যুত করার ক্ষমতা ভোগ করেন। তা ছাড়া কেন্দ্রীয় সরকারই রাষ্ট্রপতির নামে সকল শাসনকার্য পরিচালনা করেন।

অপরদিকে, তুলনামূলকভাবে বিচার করলে দেখা যায় যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির মতো ভারতের রাষ্ট্রপতি বিপুল ক্ষমতা ভোগ করেন না। কারণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি-শাসিত ব্যবস্থা চালু হওয়ায় সেখানে নামসর্বস্ব শাসকের অবস্থিতি নেই। তাই মার্কিন রাষ্ট্রপতি হলেন প্রকৃত শাসক। এ হিসেবে তিনি বিপুল ক্ষমতার অধিকারী। বলা যায় মার্কিন রাষ্ট্রপতি বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষমতাসম্পন্ন শাসক। অপরদিকে যুক্তরাজ্যে সংসদীয় ব্যবস্থা চালু থাকায় সেখানে একজন নিয়মতান্ত্রিক শাসকের প্রয়োজন হয়। যুক্তরাজ্যের রাজা বা রানি হলেন সেই নিয়মতান্ত্রিক শাসক। ভারতে রাষ্ট্রপতি তাঁর সিদ্ধান্তকে কার্যকর করার জন্য বিভাগীয় সচিবের স্বাক্ষর-সহ তা করে থাকেন। কিন্তু ইংল্যান্ডের রাজা বা রানির সরকারি নির্দেশ বৈধ হতে গেলে বিভাগীয় মন্ত্রীর প্রতি-স্বাক্ষরের প্রয়োজন হয়।

মন্তব্য: তবে সার্বিক দিক থেকে বলা যায় যে, রাষ্ট্রপতির পদমর্যাদা অনেকাংশে তাঁর ব্যক্তিত্ব, অভিজ্ঞতা, বিচক্ষণতা, প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক প্রভৃতির ওপর নির্ভর করে।

প্রশ্ন 3 ভারতের রাষ্ট্রপতির জরুরি অবস্থা সংক্রান্ত ক্ষমতা আলোচনা করো।

উত্তর

ভারতের রাষ্ট্রপতির জরুরি অবস্থা সংক্রান্ত ক্ষমতা

ভারতে কোনো সংকটকালীন অবস্থা সৃষ্টি হলে তা কীভাবে মোকাবিলা করা হবে, এর পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের সংবিধানে রাষ্ট্রপতির হাতে যেসব বিশেষ ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে, তাকে বলে রাষ্ট্রপতির জরুরি অবস্থা সংক্রান্ত

ক্ষমতা। তবে জরুরি অবস্থা বলতে কী বোঝায় সে সম্পর্কে স্পষ্ট করে কিছু বলা হয়নি। তিন ধরনের জরুরি অবস্থার কথা সংবিধানে বলা হয়েছে। এগুলি হল—

জাতীয় জরুরি অবস্থা সংক্রান্ত ক্ষমতা

ভারতের সংবিধানের 352 নং ধারায় রাষ্ট্রপতির জাতীয় জরুরি অবস্থা ঘোষণার কথা বলা হয়েছে। ওই ধারা অনুসারে রাষ্ট্রপতি যদি মনে করেন যে, যুদ্ধ, বহিরাক্রমণ অথবা দেশের মধ্যে সশস্ত্র কোনো বিদ্রোহজনিত কারণে সমগ্র ভারত বা ভারতের কোনো অংশের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়েছে অথবা এরূপ ঘটার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে তাহলে তিনি সমগ্র দেশে বা সংশ্লিষ্ট অংশে জাতীয় জরুরি অবস্থা ঘোষণা করতে পারেন।

[1] **অনুমোদন:** জাতীয় জরুরি অবস্থা ঘোষিত হওয়ার একমাসের মধ্যে তা সংসদের উভয় কক্ষ দ্বারা অনুমোদিত হতে হবে। অনুমোদনলাভে ব্যর্থ হলে ওই ঘোষণা বাতিল হয়ে যাবে। জাতীয় জরুরি অবস্থা অনুমোদনের জন্য প্রয়োজন—[a] সংসদের প্রতিটি কক্ষের মোট সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন এবং [b] উপস্থিত ও ভোটদানকারী দুই-তৃতীয়াংশের সমর্থন।

[2] **বলবৎকাল:** জাতীয় জরুরি অবস্থা অনুমোদিত হলে তা 6 মাস পর্যন্ত কার্যকর থাকবে। সংসদের পুনরায় অনুমোদন পেয়ে ওই কার্যকাল শেষে 6 মাস আরও কার্যকর থাকবে। কিন্তু জাতীয় জরুরি অবস্থা সর্বাধিক কতদিন পর্যন্ত কার্যকর রাখা যাবে সে ব্যাপারে সংবিধানে নির্দিষ্ট করে কিছু বলা নেই।

[3] **ফলাফল:** জাতীয় জরুরি অবস্থা জারি হলে এর কিছু সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। এগুলি হল—

[a] **অর্ডিন্যান্স ঘোষণা:** রাজ্যতালিকাভুক্ত যে-কোনো বিষয়ে সংসদ আইন প্রণয়ন করতে পারে, ওই বিষয়ে রাষ্ট্রপতি Ordinance ঘোষণা করতে পারেন।

[b] **কেন্দ্রীয় শাসন বিভাগের নির্দেশ অনুযায়ী কাজ:** এইরূপ অবস্থায় কোনো রাজ্যের শাসনকার্য বিষয়ে কেন্দ্রীয় শাসন বিভাগ ওই রাজ্যের শাসন বিভাগকে নির্দেশ দিতে পারে। এক্ষেত্রে ওই নির্দেশ অনুসারে রাজ্য সরকার কাজ করতে বাধ্য।

[c] **লোকসভার কার্যকাল বৃদ্ধি:** এই সময়ে লোকসভার কার্যকাল 1 বছর করে বাড়ানো যেতে পারে।

[d] **রাজ্য আইনসভার কার্যকাল বৃদ্ধি:** এই সময়ে রাজ্য আইনসভার কার্যকালের মেয়াদও সংসদ 1 বছর করে বাড়াতে পারে। উল্লেখযোগ্য যে, জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার করা হলে রাজ্য আইনসভা বা লোকসভার মেয়াদ 6 মাস পর্যন্ত কার্যকর থাকতে পারে। তার বেশি তা কার্যকর থাকবে না।

[e] **মৌলিক অধিকারসমূহ ক্ষুণ্ণ:** জাতীয় জরুরি অবস্থা ঘোষিত হলে সংবিধানের 19 নং ধারায় বর্ণিত মৌলিক অধিকারসমূহ ক্ষুণ্ণ করতে পারে।

[f] **রাজস্ব বণ্টন সংক্রান্ত ব্যাপারে পরিবর্তন:** জাতীয় জরুরি অবস্থা চলাকালীন সময়ে কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে রাজস্ব বণ্টন সংক্রান্ত ব্যাপারে পরিবর্তনের নির্দেশ দিতে পারেন।

শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা সংক্রান্ত ক্ষমতা

সংবিধানের 356 নং ধারায় রাজ্যে শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা ঘোষণার কথা বলা হয়েছে। রাষ্ট্রপতি যদি কোনো রাজ্যের রাজ্যপাল বা অন্য কোনো সূত্র থেকে জানতে পারেন যে, সংশ্লিষ্ট রাজ্যে সংবিধান অনুযায়ী শাসন ব্যবস্থা পরিচালিত হচ্ছে না অথবা ওই রাজ্যে শাসনব্যবস্থা চালানো সম্ভব হচ্ছে না তাহলে তিনি যে জরুরি অবস্থা সংক্রান্ত ঘোষণা জারি করেন তাকে বলা হয় শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা বা রাষ্ট্রপতির শাসন।

[1] **অনুমোদন:** রাজ্যে শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা ঘোষণা সংসদের উভয় কক্ষে 2 মাসের মধ্যে আলাদাভাবে অনুমোদিত হতে হয়।

[2] **বলবৎকাল:** রাষ্ট্রপতি শাসন সংসদের উভয় কক্ষ দ্বারা অনুমোদিত হলে প্রথমে 6 মাস তা কার্যকর থাকে এবং পরে আরও 6 মাস তার মেয়াদ বাড়ানো যায়।

[3] **ফলাফল:** রাজ্য শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা চালু হলে এর যেসব গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল লক্ষ করা যায়, তা হল—

[a] **রাজ্য আইনসভার ক্ষমতাগুলিতে হস্তক্ষেপ:** রাজ্যে শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা ঘোষিত হলে সংসদ রাজ্য আইনসভার ক্ষমতাবলি নিজ এক্তিয়ারে কার্যকর করবে।

[b] **সংসদ কর্তৃক আইন প্রণয়ন:** ওই রাজ্যের জন্য সংসদ আইন প্রণয়ন করতে পারে।

[c] **বাজেট ও অর্থ বিল পাস:** কোনো রাজ্যে অচলাবস্থা ঘোষিত হলে সংসদ ওই রাজ্যের জন্য বাজেট ও অর্থ বিল পাস করতে পারে।

[d] **শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থার বাস্তবায়ন:** কোনো রাজ্যে শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা জারি করার লক্ষ্যকে বাস্তবায়িত করতে রাষ্ট্রপতি প্রয়োজনীয় নিয়ম-বিধি রচনা করতে পারেন।

[e] **সংসদের অনুমোদন:** সংসদের নিম্নকক্ষের অধিবেশন বন্ধ থাকাকালীন সময়ে রাষ্ট্রপতি ভারতের সঞ্চিত তহবিল থেকে ওই রাজ্যের জন্য অর্থ ব্যয় করার সাপেক্ষে অনুমতি দিতে পারেন, অবশ্য এক্ষেত্রে তাঁর অনুমতি দান সংসদের অনুমোদনসাপেক্ষ।

[f] **হাইকোর্টের কাজকর্মের ওপর রাষ্ট্রপতির হস্তক্ষেপে নিষেধাজ্ঞা:** কোনো রাজ্যে রাষ্ট্রপতি-শাসন ঘোষিত হলে সেই রাজ্যের হাইকোর্টের কাজকর্মের ওপর রাষ্ট্রপতির কোনোরূপ হস্তক্ষেপ করা চলে না।

আর্থিক জরুরি অবস্থা সংক্রান্ত ক্ষমতা

সংবিধানের 360 নং ধারায় রাষ্ট্রপতির আর্থিক জরুরি অবস্থা ঘোষণার কথা বলা হয়েছে। ওই ধারায় বলা হয়েছে যে, সমগ্র ভারত অথবা ভারতের কোনো অংশে আর্থিক স্থায়িত্ব বা সুনাম ক্ষুণ্ণ হওয়ার পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে বলে যদি রাষ্ট্রপতি মনে করেন, তাহলে রাষ্ট্রপতি সমগ্র ভারতে বা সেই অংশে যে জরুরি অবস্থা জারি করবেন তাকে বলা হয় আর্থিক জরুরি অবস্থা। এই ঘোষণাও সংসদের উভয় কক্ষ দ্বারা অনুমোদিত হতে হবে।

[1] **অনুমোদন:** আর্থিক জরুরি অবস্থা রাষ্ট্রপতি দ্বারা ঘোষিত হলেও তা 2 মাসের মধ্যে সংসদের উভয় কক্ষ দ্বারা অনুমোদিত হতে হবে, অনুমোদন না পেলে তা 2 মাস পর বাতিল হয়ে যাবে।

[2] **ফলাফল:** আর্থিক জরুরি অবস্থার কতকগুলি ফলাফল লক্ষণীয়। এক্ষেত্রে কেন্দ্র রাজ্যের আর্থিক ক্ষমতাসমূহ সংকুচিত করে নিজ নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়ে ওঠে।

[a] **আর্থিক বিষয়ে নির্দেশদান:** এই সময় কেন্দ্র রাজ্যগুলিকে আর্থিক বিষয়ে নির্দেশদান করতে পারে।

[b] **রাষ্ট্রপতির বিবেচনা:** রাজ্য আইনসভায় গৃহীত অর্থ বিলগুলিকে কেন্দ্র রাষ্ট্রপতির বিবেচনার জন্য রেখে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়ার অধিকারী হয়।

[c] **বিচারপতিদের বেতন ও ভাতা হ্রাস:** এইরূপ অবস্থা সৃষ্টি হলে এবং প্রয়োজন মনে হলে সুপ্রিমকোর্ট ও হাইকোর্টের বিচারপতিদের বেতন ও অন্যান্য ভাতা রাষ্ট্রপতি কিছুকালের জন্য হ্রাস করার নির্দেশ দিতে পারেন।

[d] **কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারি কর্মীদের বেতন ও ভাতা হ্রাস:** এইরূপ অবস্থা সৃষ্টি হলে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারি কর্মীদের অথবা তাদের কোনো একটি এলাকার বেতন ও ভাতা রাষ্ট্রপতি কমানোর জন্য নির্দেশদানের অধিকারী হন।

মূল্যায়ন: ভারতের ঐক্য ও জাতীয় সংহতি রক্ষা করার জন্য এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি যাতে মাথা তুলতে না পারে, সেইরূপ পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্য জরুরি অবস্থার ঘোষণা কার্যকরী ভূমিকা পালন করলেও এইরূপ অবস্থা তীব্র সমালোচনার সম্মুখীনও হয়েছে। অনেকে মনে করেন যে, জরুরি অবস্থা ঘোষিত হলে তা যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতির বিরোধী হয়ে ওঠে। কারণস্বরূপ বলা হয়েছে এই সময় রাজ্যগুলির ওপর কেন্দ্রের কর্তৃত্ব তীব্রভাবে বৃদ্ধি পায়। তা ছাড়া এইরূপ অবস্থায় মৌলিক অধিকারকে ক্ষুণ্ণ করে বলে অনেকে একে গণতন্ত্রেরও বিরোধী বলে উল্লেখ করেছেন। আবার রাজ্যগুলিতে রাষ্ট্রপতি-শাসন চালু হলে আমলাতন্ত্রের কর্তৃত্ব সৃষ্টি হয় যা গণতন্ত্রবিরোধী।

প্রশ্ন 1 রাষ্ট্রপতির পদের জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতাবলি কী কী? রাষ্ট্রপতিকে কীভাবে অপসারিত করা যায়? 2+3

♦ উত্তর

রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থীর যোগ্যতা

ভারতের সংবিধানে রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থীর জন্য প্রয়োজনীয় কতকগুলি যোগ্যতার কথা বলা হয়েছে। এগুলি হল—

[1] প্রার্থীকে অবশ্যই ভারতের নাগরিক হতে হবে।

[2] প্রার্থীর বয়স হতে হবে কমপক্ষে 35 বছর।

[3] প্রার্থীকে লোকসভার সদস্য হওয়ার মতো যোগ্যতাসম্পন্ন হতে হবে।

[4] প্রার্থী কেন্দ্রীয় সরকার অথবা রাজ্যসরকার অথবা স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক সংস্থার অধীনে কোনোরকম লাভজনক পদে থাকবেন না।

[5] কোনো ব্যক্তি উপরাষ্ট্রপতি বা রাজ্যপাল অথবা কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্যসরকারের কোনো মন্ত্রী অথবা সংসদের কোনো সদস্য বা রাজ্য আইনসভার কোনো সদস্যের রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী হওয়ার যোগ্যতা থাকলে তিনি ওই পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন।

[6] রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচন প্রার্থীকে কমপক্ষে 50 জন নির্বাচক প্রার্থী দ্বারা প্রস্তাবিত হতে হবে এবং একইসঙ্গে 50 জন নির্বাচক দ্বারা ওই নাম সমর্থিত হতে হবে।

রাষ্ট্রপতির অপসারণ পদ্ধতি

ভারতের রাষ্ট্রপতি 5 বছরের জন্য নির্বাচিত হন। কিন্তু তাঁর কার্যকাল শেষ হওয়ার আগে সংবিধান ভঙ্গের অপরাধে (56নং ধারা) 'ইমপিচমেন্ট' পদ্ধতির (6নং ধারা) দ্বারা তাঁকে অপসারণ করা যায়। 'ইমপিচমেন্ট' বলতে এমন একটি আধা-বিচার পদ্ধতিকে বোঝায় যার দ্বারা পার্লামেন্টের যে-কোনো সংবিধান ভঙ্গের অভিযোগ উপস্থাপিত হতে পারে। রাষ্ট্রপতিকে পদচ্যুত করার ক্ষেত্রে—

[1] সংসদের যে-কোনো কক্ষে সংবিধান ভঙ্গের প্রস্তাব সম্বলিত অভিযোগটি উত্থাপন করতে হবে।

[2] কমপক্ষে 14 দিন আগে এ ব্যাপারে নোটিশ দিতে হবে।

[3] যে কক্ষে অভিযোগ প্রস্তাবটি উত্থাপিত হবে সেই কক্ষের মোট $\frac{1}{4}$ অংশ সদস্যের দ্বারা প্রস্তাবটি স্বাক্ষরিত হতে হবে।

[4] প্রস্তাবটি যে কক্ষে আনা হবে সেই কক্ষের কমপক্ষে $\frac{2}{3}$ অংশের সদস্যের সমর্থন পেলে তা অপর কক্ষে প্রেরিত হবে। অভিযোগ সম্পর্কে ওই অপর কক্ষটি অনুসন্ধান করবে। অনুসন্ধান কার্য চলার সময় রাষ্ট্রপতি স্বয়ং বা কোনো প্রতিনিধির দ্বারা আত্মপক্ষ সমর্থন করার সুযোগ পান।

[5] অপর কক্ষটিতেও যদি প্রস্তাবটিকে $\frac{2}{3}$ সদস্য অংশ সমর্থন করেন তাহলে রাষ্ট্রপতিকে পদচ্যুত হতে হয়।

প্রশ্ন 2 ভারতের রাষ্ট্রপতির ভেটো ক্ষমতাগুলি কী কী?

উত্তর

ভারতের রাষ্ট্রপতির ভেটো ক্ষমতা

ভেটো বলতে বোঝায় বিল নাকচ করার ক্ষমতা। কোনো বিল রাষ্ট্রপতির সম্মতি না পেলে তা আইনে পরিণত হতে পারে না। প্রতিটি বিল সংসদের উভয় কক্ষে পাস হওয়ার পর তা পাঠানো হয় রাষ্ট্রপতির সম্মতিলাভের জন্য। কিন্তু রাষ্ট্রপতি ওই বিলে সম্মতি জানাতেও পারেন আবার নাও জানাতে পারেন। তাঁর তিন ধরনের ভেটো ক্ষমতা আছে। যথা—[1] পূর্ণাঙ্গ ভেটো, [2] স্থগিতমূলক ভেটো এবং [3] পকেট ভেটো।

পূর্ণাঙ্গ ভেটো

পূর্ণাঙ্গ ভেটো প্রয়োগ করে রাষ্ট্রপতি সরাসরি কতকগুলি বিলকে বাতিল করে দিতে পারেন। এই বিলগুলি হল—

[1] কোনো বিল সংসদে গৃহীত হওয়ার পরেই যদি ওই মন্ত্রীসভা পদত্যাগ করে ও নতুন মন্ত্রীসভা গঠিত হয় এবং নতুন মন্ত্রীসভা রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দেয়, তাহলে ওই বিলটির ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি পূর্ণাঙ্গ ভেটো প্রয়োগ করবেন। এক্ষেত্রে বিলটি বাতিল হয়ে যাবে।

[2] কোনো বেসরকারি বিল পাস হলে উক্ত বিলের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি মন্ত্রীসভার পরামর্শমতো ভেটো প্রয়োগ করতে পারেন। বিলটি এক্ষেত্রে বাতিল হয়ে যাবে।

[3] কোনো রাজ্যবিল যদি রাষ্ট্রপতির সম্মতিলাভের আশায় সংরক্ষিত হয় এবং মন্ত্রীসভা এ ব্যাপারে রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ জানায় তাহলে রাষ্ট্রপতি ওই বিলকে বাতিল করে দিতে পারেন।

স্থগিতমূলক ভেটো

যখন রাষ্ট্রপতি কোনো বিলকে সরাসরি নাকচ না করে বিলটিকে পুনরায় বিবেচনা করার জন্য সংসদের কাছে পাঠিয়ে দেন, তখন সেই ভেটোকে বলা হয় স্থগিতমূলক ভেটো। স্থগিতমূলক ভেটোর ক্ষেত্রে বিলটি সরাসরি বাতিল হয়ে যায় না, বরং বলা যায়, বিলটিকে পুনরায় বিবেচনা করার সুযোগ থাকে। ওই বিলকে সংসদ যদি দ্বিতীয় বার রাষ্ট্রপতির সম্মতিলাভের জন্য পাঠায়, তাহলে সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি তাতে সম্মতি জানাতে বাধ্য থাকেন।

পকেট ভেটো

যখন রাষ্ট্রপতি কোনো বিলে সরাসরি অসম্মতি না জানিয়ে অথবা বিলটি পুনরায় বিবেচনার জন্য সংসদে না পাঠিয়ে অনির্দিষ্টকালের জন্য বিলটিতে সম্মতি না জানিয়ে চেপে রেখে দেন, তখন তাকে বলে 'পকেট ভেটো'। উল্লেখযোগ্য যে, রাষ্ট্রপতির বিলে সম্মতিদানের জন্য সংবিধানে নির্দিষ্ট কোনো সময় বেঁধে দেওয়া হয়নি।

প্রশ্ন 3 ভারতের উপরাষ্ট্রপতির ওপর একটি টীকা লেখো।

উত্তর

ভারতের উপরাষ্ট্রপতি

পদমর্যাদাগত দিক থেকে উপরাষ্ট্রপতির স্থান রাষ্ট্রপতির পরেই। তিনি পদাধিকারবলে রাজ্যসভার সভাপতি।

যোগ্যতা

উপরাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থীকে কতকগুলি যোগ্যতার অধিকারী হতে হয়। এগুলি হল—

[1] **নাগরিকত্ব:** প্রার্থীকে অবশ্যই ভারতীয় নাগরিক হতে হবে।

[2] **বয়সসীমা:** প্রার্থীর বয়স হতে হবে কমপক্ষে 35 বছর।

[3] **রাজ্যসভার সদস্য হওয়ার যোগ্যতা:** প্রার্থীকে রাজ্যসভার সদস্য হওয়ার মতো যোগ্যতাসম্পন্ন হতে হবে।

[4] **লাভজনক পদে না থাকা:** প্রার্থী কেন্দ্রীয় সরকার অথবা রাজ্য সরকার অথবা স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক সংস্থার অধীনে কোনোরকম লাভজনক পদে থাকবেন না।

[5] **প্রার্থী সমর্থন:** উপরাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচন প্রার্থীকে কমপক্ষে 20 জন নির্বাচক প্রার্থী দ্বারা প্রস্তাবিত হতে হবে এবং একইসঙ্গে 20 জন নির্বাচক দ্বারা ওই নাম সমর্থিত হতে হবে।

কার্যকাল

উপরাষ্ট্রপতির কার্যকাল 5 বছর। অর্থাৎ তিনি 5 বছরের জন্য নির্বাচিত হন। একই ব্যক্তি পুনরায় উপরাষ্ট্রপতি পদের জন্য নির্বাচিত হতে পারেন।

পদচ্যুতি

উপরাষ্ট্রপতি তাঁর কার্যকাল শেষ হওয়ার আগেই পদত্যাগ করতে পারেন অথবা কোনো কারণে তাঁকে পদচ্যুত করা যায়। উপরাষ্ট্রপতিকে পদচ্যুত করার ক্ষেত্রে যেসব বিষয়গুলি জরুরি, তা হল—

[1] **বিজ্ঞপ্তি প্রদান:** উপরাষ্ট্রপতিকে ইমপিচমেন্ট পদ্ধতি প্রয়োগ করে পদচ্যুত করার কোনো প্রয়োজন নেই। উপরাষ্ট্রপতিকে পদচ্যুত করতে হলে 14 দিন আগে রাজ্যসভায় একটি বিজ্ঞপ্তি দিতে হয়।

[2] **রাজ্যসভার সদস্য কর্তৃক গ্রহণ:** রাজ্যসভার অধিকাংশ সদস্যকে উপরাষ্ট্রপতির পদচ্যুত করার প্রস্তাবটি গ্রহণ করতে হবে।

[3] **লোকসভা কর্তৃক সমর্থন:** রাজ্যসভায় প্রস্তাবটি গৃহীত হলে তা লোকসভা যদি সমর্থন করে তাহলে উপরাষ্ট্রপতি পদচ্যুত হবেন।

কার্যাবলি

উপরাষ্ট্রপতির কাজগুলি হল—

[1] **রাজ্যসভার সভাপতি:** পদাধিকারবলে উপরাষ্ট্রপতি রাজ্যসভার সভাপতি হিসেবে কাজ করেন।

[2] **প্রয়োজনে রাষ্ট্রপতির দায়িত্বপালন:** রাষ্ট্রপতির কার্যকাল শেষ হওয়ার আগে যদি তাঁর মৃত্যু হয় অথবা তাঁকে পদচ্যুত করা হয় অথবা তিনি যদি পদত্যাগ করেন অথবা অপর কোনো কারণবশত রাষ্ট্রপতির পদটি শূন্য হয় তাহলে ওই শূন্য পদে উপরাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপতি হিসেবে কাজ করবেন। ততদিনই তিনি এই কাজ করবেন যতদিন না কোনো নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়ে এসে কার্যভার গ্রহণ করছেন।

[3] **রাষ্ট্রপতির অনুপস্থিতিতে কার্যভার গ্রহণ:** রাষ্ট্রপতি যদি অসুস্থ থাকেন অথবা কোনো কারণে তিনি যদি অনুপস্থিত থাকেন অথবা কোনো কারণে তৎকালীন সময়ে কাজ করতে অক্ষম হন তাহলে যতদিন পর্যন্ত তিনি কার্যভার গ্রহণ না করছেন ততদিন উপরাষ্ট্রপতি তাঁর কাজ চালাবেন।

পদমর্যাদা

পদমর্যাদার দিক থেকে উপরাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপতির পরেই মর্যাদা ভোগ করেন। তিনি রাজ্যসভার চেয়ারম্যান হিসেবে পদমর্যাদায় ভূষিত হন। তবে রাষ্ট্রপতির কার্যাবলির ব্যাপারে তিনি বিশেষ মর্যাদার অধিকারী নন। কারণ রাষ্ট্রপতির পদটি শূন্য না হওয়া পর্যন্ত তিনি ওই পদের কোনো কাজ করতে পারেন না। তা ছাড়া অনেকে এ কথাও মনে করেন যে, ভারতের রাষ্ট্রপতি যেখানে নিয়মতান্ত্রিক শাসক সেখানে উপরাষ্ট্রপতির গুরুত্বপূর্ণ মর্যাদার কথা বলা যায় না।